

হাইব্রিড ভুট্টার সাথে শুটি (লিগুম) জাতীয় সবজি চাষ পদ্ধতি



আগাছা নিড়ানির প্রয়োজন

ভুট্টার জাত:

যে কোন হাইব্রিড জাত, তবে গাছ ও পাতা খাড়াভাবে বৃদ্ধি পায় যা মাটিতে কম ছায়া ফেলে এ ধরণের জাত উত্তম

ভুট্টা বীজের হার:

প্রতি শতাংশে ৮০ গ্রাম (প্রায়) বা ৩৩৭টি বীজ, প্রতি বিঘায় (৩৩ শতাংশে) ২.৫-২.৭৫ কেজি বা ১১,১৩৩টি বীজ

ভুট্টা বীজ বপনের সময়:

রবি মৌসুম: ১ কার্তিক-১৬ পৌষ (১৫ অক্টোবর-৩১ ডিসেম্বর) তবে দেশের দক্ষিণ অঞ্চলে মধ্য-মাঘ (জানুয়ারি) মাস পর্যন্ত; খরিফ-১ মৌসুম: ১ ফাল্গুন-১৬ চৈত্র (১৫ ফেব্রুয়ারি-৩১ মার্চ) পর্যন্ত

ভুট্টা রোপন দূরত্ব:

সারি-সারি ৬০ সে:মি: এবং বীজ-বীজ ২০ সে:মি:, কিন্তু অন্যান্য পদ্ধতি (যেমন- জোড়া সারিতেও) গাছের সংখ্যা থাকবে প্রতি শতাংশে ৩৩৭টি বীজ বা প্রতি বিঘায় ১১,১৩৩টি বীজ

ভুট্টার সারের মাত্রা:

বিঘা প্রতি ইউরিয়া ৭৫ কেজি, টিএসপি ৩৭ কেজি, এমওপি ২৭ কেজি, জিপসাম ৩০ কেজি, দস্তা ২ কেজি, বোরন পাউডার ৮০০ গ্রাম, জৈব সার ২০ মন; (বি:দ্র: প্রয়োজনে বাড়তি সার প্রয়োগ করতে হবে)

ভুট্টা সংগ্রহের সময়:

মোচার খোসা খড়ের রং ধারণ করলে; এ সময় দানার মুখে কালো দাগ দেখা যায় এবং দানায় তখন শতকরা ২০-২৫ ভাগ আর্দ্রতা থাকে

ভুট্টার ফলন:

প্রতি বিঘায় ৪০-৪৭ মন পর্যন্ত কিন্তু এটা নির্ভর করে হাইব্রিড জাত, মানসম্পন্ন বীজ, বীজ বপনের সময় এবং ফসল ব্যবস্থাপনার উপর

ভুট্টার সাথে ঝাড় শিম

ঝাড় শিমের জাত:

বারি ঝাড় শিম-১ বা স্থানীয় উন্নত জাত

বীজের হার:

প্রতি শতাংশে ৩৬০-৪০০ গ্রাম, বা প্রতি বিঘায় ১২-১৩.৫ কেজি

সার প্রয়োগ:

বাড়তি সার- টিএসপি শতাংশে ৪০০ গ্রাম, বিঘায় ১৪ কেজি এবং এমওপি শতাংশে ৩০০ গ্রাম, বিঘায় ১০ কেজি হারে ভুট্টার সারের সাথেই শেষ চাষে প্রয়োগ করতে হবে; এবং

ইউরিয়া শতাংশে ২০০ গ্রাম, বিঘায় ৭ কেজি হারে ভুট্টার সারের সাথেই ১ম ও ২য় কিস্তিতে অর্ধেক অর্ধেক করে প্রয়োগ করতে হবে

সংগ্রহের সময়: সবজি হিসেবে সবুজ ফল (বপনের ৪৫ দিন পর থেকে ৯০ দিন পর্যন্ত)

ফলন: শতাংশে ৩৫-৪২ কেজি, বিঘায় ৩০-৩৫ মন ঝাড় শিম



আগাছা নিড়ানির প্রয়োজন হয় না



আগাছা নিড়ানির প্রয়োজন হয় না

ভুট্টার সাথে মটরশুটি

মটরশুটির জাত:

বারি মটরশুটি-৩, বা স্থানীয় উন্নত জাত

বীজের হার:

প্রতি শতাংশে ২৮০-৩২৫ গ্রাম, বা প্রতি বিঘায় ৯.৩৫-১০.৭ কেজি

সার প্রয়োগ:

বাড়তি সার- টিএসপি শতাংশে ৩০০ গ্রাম, বিঘায় ১০ কেজি এবং এমওপি শতাংশে ২০০ গ্রাম, বিঘায় ৭ কেজি হারে ভুট্টার সারের সাথেই শেষ চাষে প্রয়োগ করতে হবে; এবং

ইউরিয়া শতাংশে ২০০ গ্রাম, বিঘায় ৭ কেজি হারে ভুট্টার সারের সাথেই ১ম ও ২য় কিস্তিতে অর্ধেক অর্ধেক করে প্রয়োগ করতে হবে

সংগ্রহের সময়: সবজি হিসেবে সবুজ ফল (বপনের ৭০ দিন পর)

ফলন: শতাংশে ১১-১৩ কেজি, বিঘায় ৯.৫-১১ মন মটরশুটি (পড)

ভুট্টার সাথে সয়াবিন

সয়াবিনের জাত:

সোহাগ, বারি সয়াবিন-৫, বারি সয়াবিন-৬ বা স্থানীয় উন্নত জাত

বীজের হার:

প্রতি শতাংশে ১৬০-১৮০ গ্রাম, বা প্রতি বিঘায় ৫.৫-৬.০ কেজি

সার প্রয়োগ:

বাড়তি সার- টিএসপি শতাংশে ৩০০ গ্রাম, বিঘায় ১১ কেজি, এমওপি শতাংশে ২২০ গ্রাম, বিঘায় ৮ কেজি এবং জিপসাম শতাংশে ২০০ গ্রাম, বিঘায় ৮ কেজি হারে ভুট্টার সারের সাথেই শেষ চাষে প্রয়োগ করতে হবে; এবং

ইউরিয়া শতাংশে ১১৫ গ্রাম, বিঘায় ৪ কেজি হারে ভুট্টার সারের সাথেই ১ম ও ২য় কিস্তিতে অর্ধেক অর্ধেক করে প্রয়োগ করতে হবে

সংগ্রহের সময়: পরিপক্ক অবস্থায়

ফলন: প্রতি শতাংশে ৪-৬ কেজি, প্রতি বিঘায় ৩.৩৫-৫.০ মন সয়াবিন



আগাছা নিড়ানির প্রয়োজন হয় না



আগাছা নিড়ানির প্রয়োজন হয় না

ভুট্টার সাথে চীনা বাদাম

চীনা বাদামের জাত:

বারি চীনা বাদাম-৫, বারি চীনা বাদাম-৬ বা অন্যান্য উন্নত জাত

বীজের হার:

প্রতি শতাংশে ৪০০-৪৫০ গ্রাম, বা প্রতি বিঘায় ১৩.৫-১৪.৭ কেজি

সার প্রয়োগ:

বাড়তি সার- টিএসপি শতাংশে ৩২০ গ্রাম, বিঘায় ১১ কেজি, এমওপি শতাংশে ১৭০ গ্রাম, বিঘায় ৫.৫ কেজি, জিপসাম শতাংশে ৩৫০ গ্রাম, বিঘায় ১১.৫ কেজি এবং দস্তা শতাংশে ৯ গ্রাম, বিঘায় ৩০০ গ্রাম হারে ভুট্টার সারের সাথেই শেষ চাষে প্রয়োগ করতে হবে; এবং

ইউরিয়া শতাংশে ৫০ গ্রাম, বিঘায় ২ কেজি হারে ভুট্টার সারের সাথেই ১ম ও ২য় কিস্তিতে অর্ধেক অর্ধেক করে প্রয়োগ করতে হবে

সংগ্রহের সময়: পরিপক্ক অবস্থায়

ফলন: প্রতি শতাংশে ৪.০-৪.৮৫ কেজি, প্রতি বিঘায় ৩.৩৫-৪.০ মন চীনা বাদাম

আন্তঃফসল

বপন ও পরিচর্যা

বপনের সময় : ১ কার্তিক-১৬ পৌষ (১৫ অক্টোবর-৩১ ডিসেম্বর) পর্যন্ত

বপন পদ্ধতি : ২ সারি (৬০ সে:মি: দূরত্বে) ভুট্টার মাঝে ছিটিয়ে বা ধারাবাহিক ২ সারি (২০ সে:মি: দূরত্বে)

সেচ প্রয়োগ : প্রয়োজনীয় সংখ্যক সেচ প্রয়োগ করতে হবে

এছাড়াও হাইব্রিড ভুট্টার সাথে মিষ্টি কুমড়া, বরবটি, টমাটো, মরিচ, কালজিরা, তিসি, মাস কালাই, মুগ, খেসারি ইত্যাদি সাথি ফসল হিসাবে চাষ করা যায়